কালের কণ্ঠ

তারিখ ০৪ NOV 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

নারায়ণগঞ্জে পরীক্ষার সুযোগ চেয়ে বিক্ষোভ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

নারায়ণগঞ্জ শহরের দেওভোগ এলাকার মর্গ্যান গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির টেস্ট পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ চেয়ে বিক্ষোভ করেছে। অনেক শিক্ষার্থীর অভিভাবকও এ ব্যাপারে আকুতি জানিয়ে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে কথা বলেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, স্কুলটি থেকে এবার দশম শ্রেণির টেস্ট পরীক্ষায় ৫৩১ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্যে ১৭৮ জন অকৃতকার্য হয়েছে; যাদের সবাই দুটি বা এর বেশি বিষয়ে অনুত্তীর্ণ। বুধবার সকালে ওই পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শতাধিক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মিছিল নিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়। সেখানে তারা এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ চেয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। এ সময় জেলা প্রশাসকের সঙ্গে কথা বলে তাঁর কক্ষ থেকে বের হলে অভিভাবকরা অধ্যক্ষকে ঘিরে ধরেন। অধ্যক্ষ তাঁদের এড়িয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠতে চাইলে অভিভাবকরা তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। পরে পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে।

এরপর অভিভাবকরা জেলা প্রশাসকের সঙ্গে দেখা করে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। কেউ কেউ সন্তানের পরীক্ষার সুযোগ চেয়ে কান্নাকাটিও করতে থাকেন। একপর্যায়ে এক অভিভাবক জেলা প্রশাসকের পায়ে ধরার চেষ্টা করলে ফতুল্লা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) তাঁকে বাধা দেন। পরে আরো কয়েকজন পায়ে ধরার জন্য এগিয়ে গেলে তাঁদেরও বাধা দেওয়া হয়।

এ সময় অভিভাবকদের উদ্দেশে জেলা প্রশাসক রাব্বি মিয়া বলেন, 'আমি জীবনে কোথাও প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হইনি। আমার বাবা-মা আমার জন্য কারো পায়ে ধরেননি। আমি ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে কথা বলে আগামীকাল (আজ) আপনাদের সেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেব।'

জেলা প্রশাসকের পায়ে ধরার চেষ্টাকারী অভিভাবক বলেন, 'আমি গার্মেন্টে কাজ করি। আমার স্বামী একটি বিস্কুট কারখানায় কাজ করে। আমাদের একমাত্র মেয়েকে লেখাপড়া করাই। দশম শ্রেণির টেস্ট পরীক্ষার সময় সে অসুস্থ ছিল। বাড়িতেও নানা সমস্যা ছিল। যে কারণে সে তিন বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। আমার মেয়ে ভালো ছাত্রী। সুযোগ দেওয়া হলে সে পাস করবে।' তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন অভিভাবক জানান, স্কুলের পছন্দমতো শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট না পড়ায় ফেল করানো হয়েছে। শিক্ষকরা অভিভাবকদের সঙ্গেও খারাপ আচরণ করেন।

অধ্যক্ষ অধ্যাপক অশোক তরু বলেন, 'আমাদের ম্যানেজিং কমিটি আছে। ভালো-মন্দ তাঁরা বোঝেন। তাঁদের সিদ্ধান্তই আমাদের সিদ্ধান্ত।'

জোড়া খুন : সংবাদ সম্মেলন করে বিচার চাইল পরিবার

ফতুল্লায় জোড়া খুনের বিচার দাবি করেছে পরিবারের সদস্যরা। গতকাল মঙ্গলবার সকালে নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবের হানিফ খান মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান নিহত তুহিন হাওলাদার মিল্টনের স্ত্রী মাজেদা বেগম।

সংবাদ সম্মেলনে মিল্টনের খালাতো ভাই সাইফুল তারেক বলেন, 'দুই বিএনপি নেতার নির্দেশে দুজনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। হত্যার পর আলামত নষ্ট করার জন্য ঘটনাস্থলে আগুন ধরিয়ে দেয়।' তিনি আরো বলেন, 'মিল্টন তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ছায়াবৃত্ত শ্রমজীবী সমবায় সমিতির ঋণ বিতরণের ১০ লাখ টাকা রায়হান ও দুলালের কাছে পাওনা ছিল। আর রহমানের ছেলে রাকিবের কাছে সাত লাখ টাকা পাওনা ছিল। সেই পাওনা টাকা চাওয়ার কারণে মূলত হত্যা করা হয়। কারণ রায়হান, দুলাল ও রাকিব ওই দুই বিএনপি নেতার ঘনিষ্ঠ।'